মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

প্রশ্নব্যাংক ও নির্ভুল প্রশ্নপত্র

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর-এর প্রশ্নব্যাংকে নির্ভুল ও মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, শুদ্ধ বানান লিখন ও সম্পাদনার কলাকৌশল-এর ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ

বাংলা বানানের কতিপয় নিয়ম

বিরামচিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম

০৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ খ্রি.

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ও অর্থায়নে : প্রশ্নব্যাংক সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর ।

বাংলা বানান নির্ভুলভাবে চর্চা করার জন্য করণীয়

আমরা ইংরেজি বানানে সামান্য ভুল করলে যতটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাই, বাংলা বানান ভুলের বেলায় তার উল্টোটা দেখাই । বড় একটি সমস্যা হলো, বাংলা ব্যাকরণ শেখানো হয় ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে । English Grammar ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে শেখানোর কথা থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত/সহায়ক পাঠ হিসেবে পড়ানো হয়ে থাকে । সেখানে Grammar-এর পাশাপাশি আরও কিছু শেখানো হয় । পরবর্তী সময়ে বাংলা ব্যাকরণ শেখা কঠিন হয়ে যায় ।

বানান ভুল হওয়ার কারণসমূহ :

১. পাঠ্যপুস্তকসহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের বানান দেখতে দেখতে মানুষের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায় ।
২. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক মানসম্মত উপায়ে বানানের নিয়ম হয় শেখাচ্ছেন না অথবা শিক্ষার্থীরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে না ।
৩. যে কোনো কারণেই হোক পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের সময় ভুল বানানের জন্য নম্বর কর্তনের ব্যাপারটা যথাযথভাবে করা হচ্ছে না ।

সবার পক্ষে শুদ্ধ বানান চর্চা করার জন্য সব কঠিন নিয়ম শেখা সম্ভব নয় । তাই নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে শুদ্ধ বানান চর্চা শতভাগ না হলেও অনেকাংশেই হয়ে যাবে :

১. জেলা শহরে নোটারি পাবলিক অফিসের মতো প্রত্যেক উপজেলাতে বানান শুদ্ধিকরণের জন্য একজন কর্মকর্তা নিয়োজিত করা যেতে পারে ।
২. স্থায়ী বিলবোর্ড ও সাইনবোর্ড, প্রতিষ্ঠানের নাম, দেয়াললিখন ইত্যাদি তৈরি করতে গেলে উপজেলার ঐ কর্মকর্তার নিকট থেকে নামমাত্র মূল্যের বিনিময়ে বানান ঠিক করে সনদ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকতে পারে ।
৩. ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভুল বানানের অভিযানও চালানো যেতে পারে । সনদ না থাকলে যথযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে ।
৪. কমিটি করে প্রত্যেকটা পাঠ্যপুস্তকের বানান শতভাগ নির্ভুল করা যেতে পারে ।
৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, টেলিভিশন চ্যানেল, ছাপানো পত্রিকাসহ অনলাইন পত্রিকার কার্যালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বানান বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে । ভুল বানানের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে ।

উপকারসমূহ :

১. সব জায়গায় একই রকম শুদ্ধ বানান দেখতে দেখতে একসময় মানুষের ভুল করার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি চলে আসবে ।
২. বানানের এত নিয়ম সকলের না জানলেও চলবে ।
৩. আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভাষার প্রতি মর্যাদাও রক্ষা হবে ।

বি. দ্র. : সময়ের সাথে সাথে ভাষা ও বানান পরিবর্তনশীল । তাই বাংলা একাডেমির সর্বশেষ নিয়মগুলো অনুসরণ করাটাই যুক্তিযুক্ত হবে । ভাষা নিয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞান থাকলে সে ভাষা বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না ।

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ও অর্থায়নে : প্রশ্নব্যাংক সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর ।

বাংলা বানান-দক্ষতার জন্য করণীয়

১. উচ্চারণের ওপর অতিরিক্ত নির্ভর না হওয়া ।

২. বানানের অভ্যাস গড়ে তোলা :

ক. বানান ভুলের তালিকা রাখা

খ. অভিধানের সাহায্য নেওয়া

গ. বানানের ক্ষেত্রে অসাবধানতা ও অমনোযোগিতা পরিহার করা

ঘ. শব্দকে ছবির মতো দৃষ্টিগ্রাহ্য করার চেষ্টা

ঙ. লিখন-অভ্যাস গড়ে তোলা

চ. নতুন শব্দ শেখা

ছ. মনে রাখার কৌশল অবলম্বন

৩. বানানের নিয়ম সাধ্যমতো আয়ত্ত করা ।

বাংলা বানানের কতিপয় নিয়ম

১. দূরত্ব বোঝায় না এরূপ শব্দে উ-কার যোগে ‘দুর’ (‘দূর’ উপসর্গ) বা ‘দু+রেফ’ হবে । যেমন : দুরবস্থা, দুরন্ত, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরারোগ্য, দুরূহ, দুর্গা, দুর্গতি, দুর্গ, দুর্দান্ত, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয় ইত্যাদি ।

২. দূরত্ব বোঝায় এমন শব্দে ঊ-কার যোগে ‘দূর’ হবে । যেমন : দূর, দূরবর্তী, দূর-দূরান্ত, দূরীকরণ, অদূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি ।

৩. পদের শেষে ‘-জীবী’ ঈ-কার হবে । যেমন : চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, আইনজীবী ইত্যাদি। তবে, ‘জীবিকা’ ই-কার হবে ।

৪. পদের শেষে ‘-বলি’ (আবলি) ই-কার হবে । যেমন : কার্যাবলি, শর্তাবলি, ব্যাখ্যাবলি, নিয়মাবলি, তথ্যাবলি ইত্যাদি ।

৫. ‘স্ট’ ও ‘ষ্ট’ ব্যবহার : বিদেশি শব্দে ‘স্ট’ ব্যবহার হবে । বিশেষ করে ইংরেজি st যোগে শব্দগুলোতে ‘স্ট’ ব্যবহৃত হবে । যেমন : পোস্ট, স্টার, স্টাফ, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, স্ট্যাটাস, মাস্টার, ডাস্টার, পোস্টার, স্টুডিও, ফাস্ট, লাস্ট, বেস্ট ইত্যাদি । ষত্ব বিধান অনুযায়ী বাংলা বানানে ট-বর্গীয় বর্ণে ‘ষ্ট’ ব্যবহৃত হবে । যেমন : বৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, দৃষ্টি, মিষ্টি, নষ্ট, কষ্ট, তুষ্ট, সন্তুষ্ট ইত্যাদি ।

৬. ‘পূর্ণ’ ও ‘পুন’ (পুনঃ/পুন+রেফ/পুনরায়) ব্যবহার : ‘পূর্ণ’ (ইংরেজিতে Full/Complete অর্থে) শব্দটিতে ঊ-কার এবং র্ণ যোগে ব্যবহৃত হবে । যেমন : পূর্ণমান, পূর্ণরূপ, সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ ইত্যাদি । ‘পুন’ (পুনঃ/পুন+রেফ/পুনরায়- ইংরেজিতে Re অর্থে) শব্দটিতে উ-কার হবে এবং অন্য শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হবে । যেমন : পুনঃপ্রকাশ, পুনঃপরীক্ষা, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনঃপুন, পুনর্জীবিত, পুনর্নিয়োগ, পুনর্নির্মাণ, পুনর্মিলন, পুনর্লাভ, পুনর্মুদ্রণ, পুনরুদ্ধার, পুনর্বিচার, পুনর্বিবেচনা, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ইত্যাদি ।

৭. পদের শেষে ‘-গ্রস্থ’ নয় ‘-গ্রস্ত’ হবে । যেমন : বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত ইত্যাদি ।

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ও অর্থায়নে : প্রশ্নব্যাংক সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর ।

৮. অঞ্জলি দ্বারা গঠিত সকল শব্দে ই-কার হবে । যেমন : অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি ইত্যাদি । তবে শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গীতাঞ্জলী’ কাব্যগ্রন্থের নামের বানান ‘গীতাঞ্জলী’ হবে ।

৯. ‘কে’ ও ‘-কে’ ব্যবহার : প্রশ্নবোধক অর্থে ‘কে’ (ইংরেজিতে Who অর্থে) আলাদা ব্যবহৃত হয় । যেমন : হৃদয় কে? প্রশ্ন করা বোঝায় না এমন শব্দে ‘-কে’ এক সাথে ব্যবহৃত হবে । যেমন : হৃদয়কে আসতে বলো ।

১০. বিদেশি শব্দে ণ, ছ, ষ ব্যবহৃত হবে না । যেমন : হর্ন, কর্নার, স্টার, আস্‌সালামু আলাইকুম, ইনসান, বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি ।

১১. অ্যা, এ ব্যবহার : বিদেশি বাঁকা শব্দের উচ্চারণে ‘অ্যা’ ব্যবহৃত হয় । যেমন : অ্যান্ড (And), অ্যাড (Ad/Add), অ্যাকাউন্ট (Account), অ্যাম্বুলেন্স (Ambulance), অ্যাসিস্ট্যান্ট (Assistant), অ্যাডভোকেট (Advocate), অ্যাকাডেমিক (Academic) ইত্যাদি । অবিকৃত বা সরলভাবে উচ্চারণে ‘এ’ হয় । যেমন : এন্টার (Enter), এন্ড (End), এডিট (Edit) ইত্যাদি ।

১২. ইংরেজি বর্ণ S-এর বাংলা প্রতিবর্ণ হবে ‘স’ এবং sh, -sion, -tion শব্দগুচ্ছে ‘শ’ হবে । যেমন : সিট (Seat/Sit), শিট (Sheet), রেজিস্ট্রেশন (Registration), মিশন (Mission) ইত্যাদি ।

১৩. আরবি বর্ণ ش (শিন)-এর বাংলা বর্ণরূপ হবে ‘শ’ এবং ث (সা), س (সিন) ও ص (সোয়াদ)-এর বাংলা বর্ণরূপ হবে ‘স’ । ث (সা), س (সিন) ও ص (সোয়াদ)-এর উচ্চারিত রূপ মূল শব্দের মতো হবে এবং বাংলা বানানের ক্ষেত্রে ‘স’ ব্যবহার হবে । যেমন : সালাম, শাহাদত, শামস্‌, ইনসান ইত্যাদি । আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দসমূহে ছ, ণ ও ষ ব্যবহৃত হবে না ।

১৪. শ ষ স :

তৎসম শব্দে ষ ব্যবহৃত হবে । খাঁটি বাংলা ও বিদেশি শব্দে ষ ব্যবহৃত হবে না । বাংলা বানানে ‘ষ’ ব্যবহারের জন্য অবশ্যই ষত্ব বিধান, উপসর্গ, সন্ধি, সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে । বাংলায় অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণে ‘শ’ বিদ্যমান । এমনকি ‘স’ দিয়ে গঠিত শব্দেও ‘শ’ উচ্চারণ হয় । ‘স’-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ বাংলায় খুবই কম । ‘স’-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে- সমীর, সাফ, সাফাই ইত্যাদি । যুক্ত বর্ণ, ঋ-কার, ও র-ফলা যোগে যুক্তধ্বনিতে ‘স’-এর উচ্চারণ পাওয়া যায় । যেমন : স্মৃতি, সৃষ্টি, স্রোত, শ্রী, আশ্রম ইত্যাদি ।

১৫. সমাসবদ্ধ পদ ও বহুবচনরূপী শব্দগুলোর মাঝে ফাঁকা (space) রাখা যাবে না । যেমন : চিঠিপত্র, আবেদনপত্র, ছাড়পত্র, বিপদগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, গ্রামগুলি/গ্রামগুলো, রচনামূলক, সেবাসমূহ, যত্নসহ, ত্রুটিজনিত, আশঙ্কাজনক, বিপজ্জনক, অনুগ্রহপূর্বক, প্রতিষ্ঠানভুক্ত, গ্রামভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তকরণ, আমদানিকারক, কষ্টদায়ক, স্ত্রীবাচক, দেশবাসী, সুন্দরভাবে, চাকরিজীবী, সদস্যগণ, আবেদনকারী, সহকারী, শীতকালীন, জ্ঞানহীন, মাসব্যাপী ইত্যাদি । এ ছাড়া যথাবিহিত, যথাসময়, যথাযথ, যথাক্রমে, পুনঃপ্রকাশ, পুনঃপরীক্ষা, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনঃপুন, বহিঃপ্রকাশ শব্দগুলো একত্রে ব্যবহৃত হয় ।

১৬. বিদেশি শব্দে ই-কার ব্যবহার হবে । যেমন : আইসক্রিম, স্টিমার, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, ডিগ্রি, চিফ, শিট, শিপ, নমিনি, কিডনি, ফ্রি, ফি, ফিস, স্কিন, স্ক্রিন, স্কলারশিপ, পার্টনারশিপ, ফ্রেন্ডশিপ, স্টেশনারি, নোটারি, লটারি, সেক্রেটারি, টেরিটরি, ক্যাটাগরি, ট্রেজারি, ব্রিজ, প্রাইমারি, মার্কশিট, গ্রেডশিট ইত্যাদি ।

১৭. উঁয়ো (ঙ) ব্যবহারযোগে কিছু শব্দ । এক্ষেত্রে অনুস্বার (ং) ব্যবহার করা যাবে না । যেমন : অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কিত, অঙ্কুর, অঙ্গ, অঙ্গান, আকাঙ্ক্ষা, আঙুল, আশঙ্কা, ইঙ্গিত, উলঙ্গ, কঙ্কর, কঙ্কাল, গঙ্গা, চোঙা, ঠোঙা, পঙ্‌ক্তি, পঙ্কজ, পতঙ্গ, প্রাঙ্গণ, প্রসঙ্গ, বঙ্গ, বাঙালি, ভঙ্গ, ভঙ্গুর, ভাঙা, মঙ্গল, রঙিন, লঙ্কা, লঙ্গরখানা, লঙ্ঘন, লিঙ্গ, শঙ্কা, শঙ্ক, শঙ্খ, শশাঙ্ক, শৃঙ্খল, শৃঙ্গ, সঙ্গ, সঙ্গী, সঙ্ঘাত, সঙ্গে, হাঙ্গামা, হুঙ্কার ।

১৮. অনুস্বার (ং) ব্যবহার যোগে কিছু শব্দ । এক্ষেত্রে উঁয়ো (ঙ) ব্যবহার করা যাবে না । যেমন : কিংবদন্তী, সংজ্ঞা, সংক্রামণ, সংক্রান্ত, সংক্ষিপ্ত, সংখ্যা, সংগঠন, সংগ্রাম, সংগ্রহ, সংগৃহীত ।
[দ্রষ্টব্য : বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি অনুস্বার (ং) দিয়ে লিখতে হবে । বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে ।]

১৯. ‘কোণ, কোন ও কোনো’-এর ব্যবহার :
কোণ : ইংরেজিতে Angle/Corner (∠) অর্থে ।
কোন : উচ্চারণ হবে কোন্ । বিশেষত প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহার করা হয় । যেমন : তুমি কোন দিকে যাবে?
কোনো : ও-কার যোগে উচ্চারণ হবে । যেমন : যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ।

২০. বাংলা ভাষায় চন্দ্রবিন্দু একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণ । চন্দ্রবিন্দু যোগে শব্দগুলোতে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করতে হবে; না করলে ভুল হবে । অনেক ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার না করলে শব্দে অর্থের পরিবর্তন ঘটে । এ ছাড়া চন্দ্রবিন্দু সম্মানসূচক বর্ণ হিসেবেও ব্যবহার করা হয় । যেমন : তাহাকে>তাঁহাকে, তাকে>তাঁকে ইত্যাদি ।

২১. ও-কার : অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া পদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ও-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব সৃষ্টি হতে পারে এমন শব্দে ও-কার ব্যবহার হবে । যেমন : মতো, হতো, হলো, কেনো (ক্রয় করো), ভালো, কালো, আলো ইত্যাদি । বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ও-কার ব্যবহার করা যাবে না । যেমন : ছিল, করল, যেন, কেন (কী জন্য), আছ, হইল, রইল, গেল, শত, যত, তত, কত, এত ইত্যাদি ।

২২. বিশেষণবাচক আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে । যেমন : সোনালি, রুপালি, বর্ণালি, হেঁয়ালি, খেয়ালি, মিতালি ইত্যাদি ।

২৩. জীব, -জীবী, জীবিত, জীবিকা ব্যবহার । যেমন : সজীব, রাজীব, নির্জীব, চাকরিজীবী, পেশাজীবী, জীবিত, জীবিকা ।

২৪. অদ্ভুত, ভুতুড়ে বানানে উ-কার হবে । এ ছাড়া সকল ভূতে ঊ-কার হবে । যেমন : ভূত, ভস্মীভূত, বহির্ভূত, ভূতপূর্ব ইত্যাদি ।

২৫. হীরা ও নীল অর্থে সকল বানানে ঈ-কার হবে । যেমন : হীরা, হীরক, নীল, সুনীল, নীলক, নীলিমা ইত্যাদি।

২৬. নঞর্থক পদগুলো (নাই, নেই, না) আলাদা করে লিখতে হবে; ‘নি’ একসাথে লিখতে হবে । যেমন : বলে নাই, বলেনি, আমার ভয় নাই, আমার ভয় নেই, হবে না, যাবে না, হয়নি, করেনি ।

২৭. অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে ই-কার ব্যবহার হবে । যেমন : সরকারি, তরকারি, গাড়ি, বাড়ি, দাড়ি, শাড়ি, চুরি, চাকরি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বেআইনি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, নিচু ।

২৮. ত্ব, তা, নী, ণী, সভা, পরিষদ, জগৎ, বিদ্যা, তত্ত্ব শব্দের শেষে যোগ হলে ই-কার হবে । যেমন : দায়িত্ব (দায়ী), প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রতিদ্বন্দ্বী), প্রার্থিতা (প্রার্থী), দুঃখিনী (দুঃখী), অধিকারিণী (অধিকারী), সহযোগিতা (সহযোগী), মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ (মন্ত্রী), প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিজগৎ, প্রাণিসম্পদ (প্রাণী) ইত্যাদি ।

২৯. -ঈ, -ঈয়, -ঈন প্রত্যয় যোগ ঈ-কার হবে । যেমন : জাতীয় (জাতি), দেশীয় (দেশি), পানীয় (পানি), জলীয়, স্থানীয়, স্মরণীয়, বরণীয়, গোপনীয়, ভারতীয়, মাননীয়, বায়বীয়, প্রয়োজনীয়, পালনীয়, তুলনীয়, শোচনীয়, রাজকীয়, লক্ষণীয়, করণীয় ইত্যাদি ।

৩০. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য ইত্যাদি।

৩১. ভাষা ও জাতিতে ই-কার হবে । যেমন : বাঙালি, জাপানি, ইংরেজি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি ।

৩২. ব্যক্তির ‘-কারী’-তে (আরী) ঈ-কার হবে । যেমন : সহকারী, আবেদনকারী, ছিনতাইকারী, পথচারী, কর্মচারী ইত্যাদি । ব্যক্তির ‘-কারী’ নয়, এমন শব্দে ই-কার হবে । যেমন : সরকারি, দরকারি ইত্যাদি ।

৩৩. প্রমিত বানানে শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে ‘-গণ’ যোগে ই-কার হয় । যেমন : সহকারী>সহকারিগণ, কর্মচারী>কর্মচারিগণ, কর্মী>কর্মিগণ, আবেদনকারী>আবেদনকারিগণ ইত্যাদি ।

৩৪. ‘বেশি’ এবং ‘-বেশী’ ব্যবহার : ‘বহু’, ‘অনেক’ অর্থে ব্যবহার হবে ‘বেশি’ । শব্দের শেষে যেমন : ছদ্মবেশী, প্রতিবেশী অর্থে ‘-বেশী’ ব্যবহার হবে ।

৩৫. ‘ৎ’-এর সাথে স্বরচিহ্ন যোগ হলে ‘ত’ হবে । যেমন : জগৎ>জগতে, বিদ্যুৎ>বিদ্যুতে, ভবিষ্যৎ>ভবিষ্যতে, আত্মসাৎ>আত্মসাতে, সাক্ষাৎ>সাক্ষাতে ইত্যাদি ।

৩৬. ইক প্রত্যয় যুক্ত হলে :

(ক) যদি শব্দের প্রথমে অ-কার থাকে তা পরিবর্তন হয়ে আ-কার হবে । যেমন : অঙ্গ>আঙ্গিক, বর্ষ>বার্ষিক, পরস্পর>পারস্পরিক, সংস্কৃত>সাংস্কৃতিক, অর্থ>আর্থিক, পরলোক>পারলৌকিক, প্রকৃত>প্রাকৃতিক, প্রসঙ্গ>প্রাসঙ্গিক, সংসার>সাংসারিক, সপ্তাহ>সাপ্তাহিক, সময়>সাময়িক, সংবাদ>সাংবাদিক, প্রদেশ>প্রাদেশিক, সম্প্রদায়>সাম্প্রদায়িক, শরীর>শারীরিক, গঠন>গাঠনিক ইত্যাদি ।

(খ) যদি শব্দের প্রথমে ই বা ই-কার কিংবা ঈ বা ঈ-কার কিংবা এ বা এ-কার থাকে তা পরিবর্তিত হয়ে ঐ-কার হবে । যেমন : বিশ্ব>বৈশ্বিক, শিল্প>শৈল্পিক, বিপ্লব>বৈপ্লবিক, চীনা>চৈনিক, বিষয়>বৈষয়িক, বিচার>বৈচারিক, ইচ্ছা>ঐচ্ছিক, রেখা>রৈখিক, লেখা>লৈখিক, এক>ঐকিক, দেহ>দৈহিক, বেদ>বৈদিক, সেনা>সৈনিক, দেশ>দৈশিক ইত্যাদি ।

(গ) যদি শব্দের প্রথমে উ বা উ-কার কিংবা ঊ বা ঊ-কার কিংবা ও বা ও-কার থাকে তা পরিবর্তিত হয়ে ঔ-কার হবে । যেমন : মূল>মৌলিক, মুখ>মৌখিক, ভূত>ভৌতিক, যুক্তি>যৌক্তিক, যোগ>যৌগিক, লোক>লৌকিক, কোণ>কৌণিক, পুনঃপুন>পৌনঃপুনিক, পুরাণ>পৌরাণিক ইত্যাদি ।

৩৭. সাধু থেকে চলিত রূপের শব্দসমূহ যথাক্রমে দেখানো হলো : আঙ্গিনা>আঙিনা, আঙ্গুল>আঙুল, ভাঙ্গা>ভাঙা, রাঙ্গা>রাঙা, রঙ্গিন>রঙিন, বাঙ্গালি>বাঙালি, লাঙ্গল>লাঙল, হউক>হোক, যাউক>যাক, থাউক>থাক, লিখ>লেখ, গুলি>গুলো, শুন>শোন, শুকনা>শুকনো, ভিজা>ভেজা, ভিতর>ভেতর, দিয়া>দিয়ে, গিয়া>গিয়ে, হইল>হলো, হইত>হতো, খাইয়া>খেয়ে, থাকিয়া>থেকে, উল্টা>উল্টো, বুঝা>বোঝা, পূজা>পুজো, বুড়া>বুড়ো, সুতা>সুতো, তুলা>তুলো, নাই>নেই, নহে>নয়, নিয়া>নিয়ে, ইচ্ছা>ইচ্ছে ইত্যাদি ।

৩৮. ‘হয়তো’, ‘নয়তো’ বাদে সকল ‘তো’ আলাদা হবে । যেমন : আমি তো যাইনি, সে তো আসেনি ইত্যাদি । [দ্রষ্টব্য : মূল শব্দের শেষে আলাদা ‘তো’ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে ।]

৩৯. চন্দ্রবিন্দু-এর ব্যবহার :

(ক) মূল সংস্কৃত শব্দের নাসিক্যধ্বনি [ঙ, ঞ, ণ, ন, ম , ং] লুপ্ত হয়ে বাংলায় অনেক শব্দে চন্দ্রবিন্দু এসেছে । যেমন : অংশু>আঁশ, কাংস্য>কাঁসা, সিন্দূর>সিঁদুর, কণ্টক>কাঁটা, চন্দ্র>চাঁদ, ইন্দুর>ইঁদুর ইত্যাদি ।

(খ) বাংলা ভাষায় গৌরব বা সম্মানসূচক সর্বনাম পদে চন্দ্রবিন্দুর আবশ্যিক ব্যবহার আছে । যেমন : যাঁরা, তাঁর, উঁহারা ইত্যাদি ।

(গ) কয়েকটি সংখ্যাবাচক শব্দের বানানে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার আছে। যেমন : পঁচাত্তর, পঁচানব্বই, পঁচিশ, পঁচাশি, পঁয়ত্রিশ, পাঁচ, পঁয়তাল্লিশ, পঁয়ষট্টি, সাঁইত্রিশ ইত্যাদি।

৪০. -এর, -এ ব্যবহার :

ক. চিহ্নিত শব্দ/বাক্য বা উক্তির সাথে সমাসবদ্ধ রূপ। যেমন : গুলিস্তান ‘ভাসানী হকি ষ্টেডিয়াম’-এর সাইনবোর্ডে স্টেডিয়াম বানানটি ভুল।

খ. শব্দের পরে যে কোনো প্রতীকের সাথে সমাসবদ্ধ রূপ। যেমন : বিসর্গ (ঃ)-এর সঙ্গে স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয়, তাকে বিসর্গসন্ধি বলে।

গ. বিদেশি শব্দ অর্থাৎ বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ নয় এমন শব্দের সাথে সমাসবদ্ধ রূপ। যেমন : SMS-এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে হবে।

ঘ. গাণিতিক শব্দের সাথে সমাসবদ্ধ রূপ। যেমন : ৫-এর চেয়ে ২ কম।

ঙ. সংক্ষিপ্ত শব্দের সাথে সমাসবদ্ধ রূপ। যেমন : অ্যাগ্রো কোম্পানি লি.-এর সাথে চুক্তি।

এ ছাড়া পৃথকরূপে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন : বাংলাদেশ-এর না লিখে বাংলাদেশের, কোম্পানি-এর না লিখে কোম্পানির, শিক্ষক-এর না লিখে শিক্ষকের, স্টেডিয়াম-এ না লিখে স্টেডিয়ামে, অফিস-এ না লিখে অফিসে লিখতে হবে।

৪১. তৎসম স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন : কল্যাণী, গোপী, দাসী, নারী, পৌত্রী, রমণী, ষোড়শী, কর্ত্রী, ছাত্রী, দেবী, নেত্রী, বিদুষী, রাক্ষসী, সতী, কালী, জননী, দৌহিত্রী, পত্নী, মাতামহী, সুন্দরী, সহচরী, কিশোরী, তরুণী, ধাত্রী, পাত্রী, মানবী, লক্ষ্মী, সাধ্বী, কুমারী, দাত্রী, নর্তকী, পিতামহী, যুবতী, শ্রীমতী ইত্যাদি। তবে অতৎসম স্ত্রীবাচক শব্দে ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : গিন্নি, ঝি, দাদি, দিদি, ভাবি, পিসি, মাসি, মামি, নানি ইত্যাদি।

৪২. শব্দান্তে -ইত, -ইম, -ইমা, -ইল, -ইনী/-ইণী, -তা, -ত্ব, -ইত্র, -ইষ্ণু, -ইষ্ঠ প্রত্যয় থাকলে শব্দের মধ্যাংশে ই-কার হবে। যেমন : দুঃখী>দুঃখিত, জীবী>জীবিত, আকাঙ্ক্ষী>আকাঙ্ক্ষিত, কালী>কালিমা, সত্যবাদী>সত্যবাদিনী, অপরাধী>অপরাধিনী, বিরোধী>বিরোধিতা, উপকারী>উপকারিতা, প্রতিযোগী>প্রতিযোগিতা, কৃতী>কৃতিত্ব, মন্ত্রী>মন্ত্রিত্ব, দায়ী>দায়িত্ব ইত্যাদি। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মের প্রভাবে বাংলায় এসব মূল শব্দের সঙ্গে তৎসম প্রত্যয়, বিভক্তি বা শব্দ যুক্ত হলে ঈ-কার হয় না, মূলের ই-কার বজায় থাকে। আবার এসব প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাংলা প্রত্যয় বা বিভক্তি (রা, এরা, দের) যোগ হলে ঈ-কার হয়। যেমন : গুণী>গুণীরা, মন্ত্রী>মন্ত্রীদের ইত্যাদি।

৪৩. সাধারণত বর্গীয় বর্ণগুলো পরস্পর নিজেদের মধ্যে যুক্ত হবে :

(ক) ক-বর্গের [ক, খ, গ, ঘ] যে কোনো বর্ণের সাথে ‘ঙ’ যুক্ত হবে; ‘ং’ হবে না। যেমন : অঙ্ক, বঙ্গ, ভঙ্গ, সঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি। তবে সন্ধিজাত শব্দের ক্ষেত্রে ‘ং’ হবে । যেমন : অহংকার, অলংকার, ভয়ংকর, সংকট, সংকলন, সংকেত, সংঘাত ইত্যাদি।

(খ) চ-বর্গের [চ, ছ, জ, ঝ] যে কোনো বর্ণের সাথে ‘ঞ’ যুক্ত হবে; ‘ণ’ বা ‘ন’ যুক্ত হবে না। যেমন : ঝঞ্ঝা, বঞ্চিত, বাঞ্ছা, ব্যঞ্জন, মঞ্চ, লাঞ্ছিত ইত্যাদি।

(গ) ট-বর্গের [ট, ঠ, ড, ঢ] যে কোনো বর্ণের সাথে ‘ণ’ যুক্ত হবে। যেমন : কণ্টক, ঘণ্টা, লুণ্ঠন, বণ্টন, কাণ্ড, কণ্ঠ ইত্যাদি।

(ঘ) ত-বর্গের [ত, থ, দ, ধ] যে কোনো বর্ণের সাথে ‘ন’ যুক্ত হবে। যেমন : পন্থা, প্রান্ত, স্পন্দন, গন্ধ, বন্ধন, খন্দ ইত্যাদি।

(ঙ) প-বর্গের [প, ফ, ব, ভ] যে কোনো বর্ণের সাথে ‘ম’ যুক্ত হবে। যেমন : কম্পন, সম্পদ, লম্ফ, কম্বল, আরম্ভ, সম্মান ইত্যাদি।

[এসব নিয়মের বাইরে কিছু ব্যতিক্রম আছে।]

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ও অর্থায়নে : প্রশ্নব্যাংক সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।

৪৪. বিশেষ্যের ক্ষেত্রে য-ফলা :

কিছু কিছু বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করতে ‘-তা’ প্রত্যয় যুক্ত করা হয় । এ ক্ষেত্রে চাইলে ‘-তা’ প্রত্যয় ব্যবহার না করে য-ফলা ব্যবহার করা যায় । সে ক্ষেত্রে আদ্যক্ষরে ‘অ’ থাকলে ‘আ’ অথবা ই বা ই-কার কিংবা ঈ বা ঈ-কার কিংবা এ বা এ-কার থাকে তা পরিবর্তিত হয়ে ঐ-কার অথবা উ বা উ-কার কিংবা ঊ বা ঊ-কার কিংবা ও বা ও-কার থাকে তা পরিবর্তিত হয়ে ঔ-কার হবে । যেমন : দরিদ্র (বিণ.)>দরিদ্রতা/দারিদ্র্য (বি.), বিচিত্র (বিণ.)>বিচিত্রতা/বৈচিত্র্য (বি.), দীর্ঘ (বিণ.)>দীর্ঘতা/দৈর্ঘ্য (বি.), ধীর (বিণ.)>ধীরতা/ধৈর্য (বি.), সুন্দর (বিণ.)>সুন্দরতা/সৌন্দর্য (বি.), দীন (বিণ.)>দীনতা/দৈন্য (বি.)

৪৫. স্বত্ব-এর অর্থ হলো নিজত্ব, অর্থাৎ নিজের অধিকারে আছে । সত্ত্ব-এর অর্থ হলো বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব, শ্রেষ্ঠ গুণ, রস, ফলের রস । সত্তা-এর অর্থ হলো বিদ্যমানতা বা অস্তিত্ব । ‘সত্তা’ ও ‘সত্ত্ব’ অর্থের দিক থেকে একই হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে ।

৪৬. ‘-স্ত’ ও ‘-স্থ’-এর প্রয়োগ :

(ক) যে সব শব্দে ‘-স্থ’ আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সব শব্দ থেকে ‘-স্থ’ বাদ দিয়ে দিলেও অর্থবোধক শব্দ পড়ে থাকবে । যেমন : কণ্ঠস্থ, মুখস্থ, পকেটস্থ, গৃহস্থ ইত্যাদি ।

(খ) যে সব শব্দে ‘-স্ত’ আছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সব শব্দ থেকে ‘-স্ত’ বাদ দিয়ে দিলেও অর্থবোধক শব্দ পড়ে থাকবে না । যেমন : ন্যস্ত, ব্যস্ত, বিধ্বস্ত, প্রশস্ত, গ্রস্ত ইত্যাদি ।

৪৭. ‘-বান/বাণ’ ও ‘-মান/মাণ’-এর প্রয়োগ :

(ক) অ/আ/ও থাকলে ‘-বান/বাণ’ হয় । যেমন : বলবান, ধনবান, বিত্তবান, নিষ্ঠাবান, পুণ্যবান ইত্যাদি ।

(খ) ই/ঈ/উ থাকলে ‘-মান/মাণ’ হয় । যেমন : অগ্নিমান, বুদ্ধিমান, সংস্কৃতিমান, সমৃদ্ধিমান, কৃষ্টিমান ইত্যাদি ।

[ব্যতিক্রম : ও থাকলেও কোনো একটি কাজ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বা চলমান বোঝালে ‘-বান/বাণ’-এর পরিবর্তে ‘-মান/মাণ’ হবে । যেমন : কম্পমান, ধাবমান, ভ্রাম্যমাণ, দীপ্যমান, দৃশ্যমান ইত্যাদি ।]

৪৮. পূরণবাচক শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ :

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ থেকে ৪৮শ, ৪৯তম থেকে ২০০০তম ।

৪৯. বানানে ও-এর ব্যবহার :

(ক) ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয় । যেমন : করত, দেখত, গড়ব, লিখব ইত্যাদি ।

(খ) বর্তমানের অনুজ্ঞায় সামান্যরূপে পদান্তে ও-কার হয় । যেমন : করো, চলো, ধরো, লেখো ইত্যাদি ।

(গ) আনো প্রত্যয়ান্তে পদান্তে ও-কার হয় । যেমন : করানো, শোয়ানো, দেখানো, লেখানো ইত্যাদি ।

৫০. বানানে বিসর্গ (ঃ)-এর ব্যবহার :

(ক) পদান্তে বিসর্গ থাকবে না । যেমন : ক্রমশ, প্রধানত, মূলত, প্রথমত ইত্যাদি ।

(খ) পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে । যেমন : অন্তঃস্থ, দুঃখ, দুঃসহ, পুনঃপুন ইত্যাদি ।

ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান

ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান হলো বাংলা ব্যাকরণের একটি বিশেষ নিয়ম। বাংলা ভাষার তৎসম শব্দে দন্ত্য-ন এর মূর্ধন্য-ণ তে পরিবর্তনের নিয়মসমূহকে ণত্ব বিধান এবং দন্ত্য-স এর মূর্ধন্য-ষ তে পরিবর্তনের নিয়মসমূহকে ষত্ব বিধান বলা হয়।

ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান-এর প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষার যে সব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে সে সব শব্দে সংস্কৃত ভাষার বানানরীতি অবিকৃত রাখা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষার বানান ও উচ্চারণ রীতি ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। সংস্কৃত ভাষার পন্ডিতেরা কোনো শব্দের উচ্চারণকে অনায়াস করার জন্য একটি শব্দে পরপর দুইটি ধ্বনিকে কাছাকাছি উচ্চারণস্থলের রাখার চেষ্টা করেছেন। মূর্ধন্য-ণ এবং দন্ত্য-ন-এর উচ্চারণ আপাতশ্রবণে কাছাকাছি মনে হলেও মূর্ধন্য-ণ উচ্চারণ করতে হয় মূর্ধা থেকে আর দন্ত্য-ন উচ্চারণ করতে হয় দন্ত থেকে। তাই, যেসব ধ্বনি উচ্চারণ করতে জিহবার অগ্রভাগ দাঁতকে স্পর্শ করে অর্থাৎ ‘ত’-বর্গীয় ধ্বনিগুলো (যেমন : ত, থ, দ, ধ) উচ্চারণ করার সময় কাছাকাছি আরেকটি ধ্বনি মূর্ধা থেকে উচ্চারণ না করে দন্ত থেকে উচ্চারণ করা সহজসাধ্য। সেকারণে সাধারণভাবে ‘ত’-বর্গীয় ধ্বনির সাথে যুক্ত ধ্বনি দন্ত্য-ন হয়। একই নিয়ম অনুসারে, যেসব ধ্বনি উচ্চারণ করতে জিহবার অগ্রভাগ মূর্ধাকে স্পর্শ করে অর্থাৎ ‘ট’-বর্গীয় ধ্বনিগুলো (যেমন : ট, ঠ, ড, ঢ)-র সাথে যুক্ত ধ্বনি মূর্ধন্য-ণ হয়। ঋ, র, ষ উচ্চারণ করতে হয় মূর্ধা থেকে আর তাই এই ধ্বনিগুলোর সাথে যুক্ত ধ্বনি হয় মূর্ধন্য-ণ। এখানে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, “বণ্টন, লুণ্ঠন”-এই শব্দগুলোর প্রথম মূর্ধন্য-ণ টি ‘ট’-বর্গীয় ধ্বনির সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত হচ্ছে, তাই এখানে ণত্ব বিধান ব্যবহৃত হবে, কিন্তু পরের দন্ত্য-ন এর আগে বিরতি থাকায় মূর্ধন্য-ণ হচ্ছে না। ষত্ব বিধান-এর জন্যও একই রকম নিয়ম প্রযোজ্য।

ণত্ব বিধান

বাংলা ভাষায় সাধারণত মূর্ধণ্য-ণ ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। সেজন্য বাংলা (দেশি), তদ্ভব, বিদেশি, বানানে মূর্ধণ্য বর্ণ (ণ) লেখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলায় বহু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে মূর্ধণ্য-ণ এবং দন্ত্য-ন এর ব্যবহার আছে তা বাংলায় অবিকৃতভাবে রক্ষিত হয়। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধণ্য-ণ এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ণত্ব বিধান।

ণ ব্যবহারের নিয়ম

- ঋ, র (্র), ষ(ক্ষ) বর্ণের পরে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন : ঋণ, বর্ণ, বরণ, ঘৃণা ইত্যাদি।
- যদি ঋ, র (ৃ), ষ(ক্ষ) বর্ণের পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ষ, ব, হ, য় অথবা অনুস্বার (ং) থাকে, তার পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়ে যায়। যেমন : কৃপণ, নির্বাণ, গ্রহণ ইত্যাদি।
- ট-বর্গের পূর্বের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন : বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি।
- প্র, পরা, পরি, নির্- উপসর্গের এবং 'অন্তর' শব্দের পরে নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী, নুদ্, অন্, হন্- কয়েকটি ধাতুর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ নয়। যেমন : প্রণাম, পরিণাম, প্রণাশ, পরিণতি, নির্ণয় ইত্যাদি।
- প্র, পরা প্রভৃতির পর 'নি' উপসর্গের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন : প্রণিপাত, প্রণিধান ইত্যাদি।
- কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন :

চাণক্য মাণিক্য গণ বাণিজ্য লবণ মণ
বেণু বীণা কঙ্কণ কণিকা।
কল্যাণ শোণিত মণি স্থাণু গুণ পুণ্য বেণী
ফণী অণু বিপণি গণিকা।
আপণ লাবণ্য বাণী নিপুণ ভণিতা পাণি
গৌণ কোণ ভাণ পণ শাণ।
চিক্কণ নিক্কণ তূণ কফণি (কনুই) বণিক গুণ
গণনা পিণাক পণ্য বাণ।

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ও অর্থায়নে : প্রশ্নব্যাংক সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।

কোথায় কোথায় ণত্ব বিধান নিষেধ বা খাটে না

- ত-বর্গযুক্ত দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন : বৃন্ত, বৃন্দ, গ্রন্থ ইত্যাদি।
- বাংলা ক্রিয়াপদের অন্তঃস্থিত দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন : ধরেন, মারেন, করেন, যাবেন, খাবেন, হবেন, নিবেন, দিবেন ইত্যাদি।
- বিদেশি শব্দের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন : কোরআন, জার্মান, জবান, নিশান, ফরমান ইত্যাদি।
- পূর্বপদে ঋ, র, ষ থাকলে পরপদে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন : মৃগনাভি, দুর্নাম, ত্রিনেত্র, মৃন্ময় ইত্যাদি।

ষত্ব বিধান

যেসব তৎসম শব্দে ‘ষ’ রয়েছে তা বাংলায় অবিকৃত আছে। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ষ এর সঠিক ব্যবহারের নিয়মই ষত্ব বিধান।

ষ ব্যবহারের নিয়ম

- ঋ, ঋ-কারের পরে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন : ঋষি, বৃষ, বৃষ্টি ইত্যাদি।
- অ, আ, বাদে অন্য স্বরবর্ণ, ক এবং র বর্ণের পরের প্রত্যয়াদির দন্ত্য-স এর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন : ভবিষ্যৎ, পরিষ্কার ইত্যাদি।
- ‘অতি’, ‘অভি’ এমন শব্দের শেষে ই-কার উপসর্গ এবং 'অনু' আর 'সু' উপসর্গের পরে কতগুলো ধাতুর দন্ত্য-স এর মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন : অতিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষেধ, অভিষেক, বিষণ্ন ('ণ্ন' মূর্ধন্য-ণ পরে দন্ত্য-ন), সুষম ইত্যাদি।
- নিঃ, দুঃ, বহিঃ, আবিঃ, চতুঃ, প্রাদুঃ এ শব্দগুলোর পর ক্, খ্, প্, ফ্ থাকলে বিসর্গ (ঃ) এর জায়গায় মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন : নিঃ + কাম > নিষ্কাম, দুঃ + কর > দুষ্কর, বহিঃ + কার > বহিষ্কার, নিঃ + পাপ > নিষ্পাপ ইত্যাদি।
- কিছু শব্দ স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন : আষাঢ়, পাষাণ, ষোড়শ ইত্যাদি।
- কতকগুলো শব্দ বিশেষ নিয়মে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন : প্রদোষ, ভাষা, রোষ, তোষণ ইত্যাদি।

কোথায় কোথায় ষত্ব বিধান নিষেধ বা খাটে না

- সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত্য-স এর মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন : ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ, আকস্মাৎ ইত্যাদি।
- খাঁটি বাংলা ও বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন : টেক্স, পুলিশ, জিনিস, মিসর, গ্রিস, স্টেশন, মুসাবিদা ইত্যাদি।
- অঃ বা আঃ থাকলে তার পরে ক্, খ্, প্, ফ্ সন্ধিযুক্ত হলে বিসর্গ (ঃ) এর জায়গায় দন্ত্য-স হয়। যেমন : পুরঃ + কার = পুরস্কার, ভাঃ + কর = ভাস্কর, তিরঃ + কার = তিরস্কার, পরঃ+ পর = পরস্পর, স্বতঃ + ফূর্ত = স্বতঃস্ফূর্ত ইত্যাদি।
- অঃ বা আঃ থাকলে তার পরে ক্, খ্, প্, ফ্ ছাড়াও ত থাকলেও স হতে পারে। যেমন : মনঃ+ তাপ = মনস্তাপ, শিরঃ + ত্রাণ = শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি।

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক অভিধান

জামিল চৌধুরী (সংকলক ও সম্পাদনা), বাংলা বানান-অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০১৮
জামিল চৌধুরী (সংকলক ও সম্পাদনা), আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০১৮
শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ ও পরিমার্জিত সংস্করণ), ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০১৮

সহায়ক গ্রন্থ

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম, বাংলা একাডেমি, ২০১৮
সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৭
হায়াৎ মামুদ, বাংলা লেখার নিয়মকানুন, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৮
ড. মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম, ঢাকা, ২০১৮

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ও অর্থায়নে : প্রশ্নব্যাংক সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।

বিরামচিহ্ন

একজন বক্তা তিনিই নাকি সুবক্তা যিনি জানেন, তাকে কোথায়, কতটুকু বা কীভাবে থামতে হয়/হবে । যিনি জানেন না তাকে কোথায়, কতটুকু বা কীভাবে থামতে হয়/হবে তার জন্য প্রয়োজন থামা-চিহ্ন । এই থামাকেই বলা হয় বিরাম । আর না থামাকেই বলা হয় অবিরাম । যেহেতু কোথায় থামতে হয়/হবে তা সবার পক্ষে জানা থাকে না তাই লেখার মধ্যে বিরামচিহ্নের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝাবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের শেষে কিংবা বাক্যের আবেগ (আনন্দ, বেদনা, দুঃখ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশের উদ্দেশ্যে বাক্যগঠনে যেভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখানোর জন্য যে সব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, সেগুলোই বিরামচিহ্ন বা যতিচিহ্ন বা ছেদচিহ্ন ।

বিরামচিহ্নের ব্যবহারের স্থান-কাল ও নিয়ম

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিরামচিহ্নের নাম, চিহ্ন, বাক্যে অবস্থান, বিরতিকাল, ফাঁকা (space) ও ব্যবহারের নিয়মের তালিকা :

ক্রমিক	নাম	চিহ্ন	বাক্যে অবস্থান	বিরতিকাল ও ফাঁকা (space)	ব্যবহারের নিয়ম
১	কমা	,	মধ্যে	১ (এক) বলতে যে সময় লাগে । [আগে ফাঁকা থাকবে না, তবে পরে ফাঁকা থাকবে ।]	১. বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য কমা বসে । যেমন : সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে । ২. সমজাতীয় একাধিক পদ পরপর থাকলে কমা বসে । যেমন : পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র আমাদের বড় নদী । ৩. সম্বোধন পদের পরে কমা বসে । যেমন : রনি, পড়তে বসো । ৪. উদ্ধৃতিচিহ্নের আগে কমা বসে । যেমন : মা বললেন, “অঙ্ক করতে বসো ।” ৫. একজাতীয় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে কমা বসে । যেমন : সজল শ্রেণিকক্ষে ঢুকল, বই রাখল, তারপর বেরিয়ে গেল । ৬. অন্যথাসূচক অব্যয় যদি বাক্যে ব্যবহৃত হয়—তাহলে ঐ অব্যয়ের পূর্বে কমা বসে । যেমন : কাল অফিসে যেও, নইলে তোমার চাকরি থাকবে না । ৭. অনেক অঙ্ক পরপর বসিয়ে সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে কমা বসে । যেমন : ১,৪৭,৫৭০ । [এক্ষেত্রে আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে না ।]

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ও অর্থায়নে : প্রশ্নব্যাংক সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর ।

					৮. তারিখ লেখার সময় অনেক সময় কমা বসে । যেমন : ৮ মাঘ, বুধবার, ১৩৭৫ সাল । ৯. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসে । যেমন : ৯, ইকবাল রোড, ঢাকা । ১০. নামের পরে ডিগ্রিসূচক পরিচয় সংযোজিত হলে কমা বসে । যেমন : ড. ছিদ্দিকুর রহমান, এম.এ., এম.এড. ।
২	উদ্ধৃতি	‘ ’ “ ”	পূর্বে, মধ্যে ও শেষে	১ (এক) বলতে যে সময় লাগে । [আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে ।]	১. এক জনের বক্তব্যের ভিতরে যদি ভিন্ন জনের বক্তব্য উদ্ধৃত হয় তাহলে প্রধান ক্ষেত্রে জোড়-উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং তার অন্তর্গত উদ্ধৃতিতে এক-উদ্ধৃতিচিহ্ন বসে । যেমন : বাবা বললেন, “মিথ্যা বলার দরকার নেই; তুমি বলো, ‘আমি জানি না’ ।”
৩	সেমিকোলন	;	মধ্যে	১ (এক) বলার দ্বিগুণ সময়সীমা । [আগে ফাঁকা থাকবে না, তবে পরে ফাঁকা থাকবে ।]	১. বাক্যের মধ্যে একাধিক বক্তব্য থাকে, তা হলে অর্থ স্পষ্ট করার জন্য একেকটি বক্তব্যের পরে সেমিকোলন বসে । যেমন : বাবা বললেন, “মিথ্যা বলার দরকার নেই; তুমি বলো, ‘আমি জানি না’ ।”
৪	দাঁড়ি	।	শেষে	১ (এক) সেকেন্ড কাল পরিমাণ । [আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে ।]	১. বাক্যের সমাপ্তি বা পূর্ণ-বিরতি বোঝাতে দাঁড়ি বসে । যেমন : আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি । [* বিজয় ফন্ট দিয়ে লিখলে আংশিক ফাঁকা এমনিতেই হয়ে যায়; কিন্তু অভ্র দিয়ে লিখলে একসাথে লেগে থাকে । সেক্ষেত্রে, পড়ার সময় বিভ্রান্তি ঘটতে পারে । তাই, অভ্র দিয়ে লেখার সময় ফাঁকা দিতে হয়; বিজয় ফন্ট দিয়ে লেখার সময় ফাঁকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না ।]
৫	প্রশ্ন	?	শেষে	ঐ	১. বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে বসে । যেমন : সে কি যাবে ?
৬	বিস্ময়	!	শেষে	ঐ	১. হৃদয়াবেগ (বিস্ময়, আবেদন, আর্তি, হতাশা, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি) প্রকাশ করতে হলে বাক্যের শেষে বিস্ময়চিহ্ন বসে । যেমন : বাহ্ ! দারুণ বলেছো ।

৭	কোলন	:	মধ্যে	১ (এক) সেকেন্ড কাল পরিমাণ। [আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে।]	১. কোলনের কাজ বাক্যের অন্তর্গত কোনো অংশকে বিশদ করা। যেমন : মৃত্যুঝুঁকি ও আত্মোপলব্ধি : সাধারণ চিন্তা । [বর্তমানে ড্যাশ ও কোলন ড্যাশের পরিবর্তে বা বিকল্প হিসেবে অনেকেই শুধু কোলন ব্যবহার করছেন।]
৮	কোলন-ড্যাশ	:—	মধ্যে	ঐ	১. উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দিতে কোলন-ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন : বাক্য ৩ প্রকার। যথা :— সরল, জটিল, যৌগিক। [বর্তমানে কোলন ড্যাশের জায়গা দখল করে নিয়েছে কোলন বা ড্যাস।]
৯	ড্যাশ	—	পূর্বে ও মধ্যে	১ (এক) সেকেন্ড কাল পরিমাণ। [আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে না।]	১. ড্যাশ চিহ্ন দিয়ে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক খণ্ডবাক্য জোড়া লাগানো হয়। যেমন : হঠাৎ মূহর্তের জন্য—কী কারণে বুঝলাম না—আমাদেরও একটু যেন মন খারাপ হলো। ২. সংলাপ বা কথোপকথনের শুরুতে ড্যাশ চিহ্ন বসে। যেমন : —কেমন আছো? —ভালো আছি।
১০	হাইফেন	-	মধ্যে	প্রয়োজন নেই। [আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে না।]	১. হাইফেন চিহ্ন দিয়ে পাশাপাশি দুই বা ততোধিক শব্দকে জোড়া লাগানো হয়। যেমন : উত্তর-পশ্চিম কোণে ঝড়ের কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে।
১১	উর্ধ্বকমা	’	মধ্যে	ঐ	১. হাইফেনের বিকল্প হিসেবে উর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হয়। যেমন : তার পা’টা কেটে বাদ দিতে হলো। ২. সালের বর্জিত সংখ্যা বোঝাতে ফিয়ে উর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হয়। যেমন : ২৬শে মার্চ ’৭১।
১২	বন্ধনী	( ) { } [ ]	পূর্বে, মধ্যে ও শেষে	প্রয়োজন নেই। [আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে, তবে ভিতরে ফাঁকা থাকবে না।]	১. কোনো বক্তব্যকে বিশদভাবে বর্ণনা করার জন্য প্রথম বন্ধনী ব্যবহৃত হয়। যেমন : তিনি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়) কাজ করেন।

					২. অন্যের কথার মধ্যে নিজের কথা ঢোকাতে গেলে তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহৃত হয় । যেমন : রবিন্দ্রনাথ [রবীন্দ্রনাথ] নভেল [নোবেল] পুরস্কার পেয়েছিলেন ।
১৩	ধাতু-দ্যোতক	√	মধ্যে	প্রয়োজন নেই । [আগে ফাঁকা থাকবে, তবে পরে ফাঁকা থাকবে না ।]	১. ব্যাকরণের ক্রিয়ামূল বা ধাতু বোঝানোর জন্য বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় । যেমন : √কৃ + তব্য = কর্তব্য ।
১৪	পরবর্তী রূপবোধক	<	মধ্যে	প্রয়োজন নেই । [আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে না ।]	১. যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় । যেমন : রতন<রত্ন ।
১৫	পূর্ববর্তী রূপবোধক	>	মধ্যে	প্রয়োজন নেই । [আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে না ।]	১. কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে তা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় । যেমন : পক্ষী>পাখি ।
১৬	সমান	=	মধ্যে	প্রয়োজন নেই । [আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে ।]	১. গণিতে, সন্ধিতে, প্রকৃতি-প্রত্যয়ে ব্যবহৃত হয় । যেমন : শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা ।
১৭	একবিন্দু	.	মধ্যে	প্রয়োজন নেই । [আগে ফাঁকা থাকবে না; তবে ক্ষেত্রবিশেষে পরে ফাঁকা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে ।]	১. শব্দকে সংক্ষেপণের চিহ্ন হিসেবে অবিকল ইংরেজিতে যেভাবে ব্যবহার করা হয় বর্তমানে সেভাবেই বাংলাতে ব্যবহৃত হচ্ছে । যেমন : মো., ড. ইত্যাদি । [তবে, পূর্বে লেখা হতো : মোঃ/সাং/তাং]
১৮	ত্রিবিন্দু	...	পূর্বে, মধ্যে ও শেষে	প্রয়োজন নেই । [ক্ষেত্রবিশেষে আগে ও পরে ফাঁকা থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে ।]	১. বর্জনচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয় । যেমন : তিনি একজন যথার্থ লেখক ... ভাষার ওপরে প্রচণ্ড দখল । ২. কথা অসমাপ্ত রেখে দেওয়ার সময় ব্যবহৃত হয় । যেমন : আমি তোমাকে ... ।
১৯	বিকল্প	/	মধ্যে	প্রয়োজন নেই । [আগে ও পরে ফাঁকা থাকবে না ।]	১. দুই বা ততোধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে যে কোনোটি হতে পারে অর্থে বিকল্পচিহ্ন ব্যবহৃত হয় । যেমন : তার বয়স ২৫/৩০ বছর হতে পারে ।

গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক অভিধান

জামিল চৌধুরী (সংকলক ও সম্পাদনা), বাংলা বানান-অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০১৮

জামিল চৌধুরী (সংকলক ও সম্পাদনা), আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০১৮

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (ব্যঞ্জনবর্ণ অংশ ও পরিমার্জিত সংস্করণ), ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, ২০১৮

সহায়ক গ্রন্থ

সরকারি কাজে প্রমিত বাংলা ব্যবহারের নিয়ম, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৭

হায়াৎ মামুদ, বাংলা লেখার নিয়মকানুন, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৮

মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০১৯

অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর ও মিলন রায়, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, অষ্টম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০১৯

প্রফেসর ড. অনিরুদ্ধ কাহালি, প্রফেসর ড. দেলওয়ার মফিজ ও গৌতম গোস্বামী, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, সপ্তম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০১৯

ড. আমিনুর রহমান সুলতান, নির্মল সরকার ও মোহাম্মদ মামুন মিয়া, বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, ষষ্ঠ শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ২০১৯

সংকলনে :
মো. কামরুল হাসান
সহকারী শিক্ষক
ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল
জাহানাবাদ সেনানিবাস, খুলনা
ই-মেইল : kamrulier@gmail.com
মোবাইল ফোন নম্বর : ০১৭১৮৬২৪৫৪৪

পরিকল্পনায় :
মো. কামাল হোসেন
উপ সহকারী প্রকৌশলী
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

সার্বিক তত্ত্বাবধানে :
প্রফেসর মাধব চন্দ্র রুদ্র
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক (প্রশ্নব্যাংক সেল)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন ও অর্থায়নে : প্রশ্নব্যাংক সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর ।